আল্লামা শিবলী নোমানী (রহঃ)

(জন্ম – ৩রা জুন ১৮৫৭ খ্রিঃ / মৃত্যু – ১৮ নভেম্বর ১৯১৪ খ্রিঃ)

- **পরিচিতি :** আল্লামা শিবলী নোমানী ৩রা জুন ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের আজমগড় জেলার বিন্দওয়ালে এক মুসলিম রাজপুত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শেখ হাবিবুল্লাহ এবং মাতার নাম মোকিমা খাতুন।

- **প্রাথমিক জীবন :** অগ্রে একথা উল্লেখ্য যে, আল্লামা শিবলী নোমানীর কনিষ্ঠ ভ্রাতাগন লন্ডনে শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্ত করে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসেন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টে নিয়োগ লাভ করেন। কিন্তু তিনি প্রথাগত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত হন। তাঁর শিক্ষক ছিলেন যুক্তিবাদী পন্ডিত মাওলানা মুহাম্মাদ ফারুক চিরায়াকোটি। এছাড়াও তিনি হজ্জ উপলক্ষ্যে পবিত্র মক্কায় গমন করে আরবের বিভিন্ন ইসলামিক পন্ডিতগণের নিকটে ইসলামী ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, দর্শন এবং সুফিবাদ বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন। তিনি আরবী, ফারসি, হিন্দি, তুর্কি ও উর্দু ভাষাতে বিদগ্ধ পন্ডিত ছিলেন। তিনি একজন কবিও ছিলেন। বিশেষত তিনি যে সকল মুগবরেণ্য মনীষীগণের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন হলেন – T.W Arnold, চিরায়াকোটি, স্যার সৈয়দ আহমেদ খান, শাহ ওয়ালী উল্লাহ প্রমুখ। সর্বোপরি শিবলী নোমানী একজন ধর্মপরায়ন আদর্শ মুসলিম হিসাবে শরীয়তের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

- **কর্মজীবন ও কৃতিত্ব:** আল্লামা শিবলী নোমানী মধ্যপ্রাচ্য থেকে ফিরে এসে স্যার সৈয়দ আহমেদ খানের সাথে মিলিত হন এবং ১৮৮২ খ্রিষ্টাব্দে আলিগড়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। তিনি এখানে ১৬ বছর শিক্ষকতা করেন। এখানে থাকাকালীন তিনি T.W Arnold ও অন্যান্য ইংরেজ পন্ডিতগণের কাছ থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারার আধুনিকতায় প্রভাবিত হন। ফলে তিনি পাশ্চাত্য ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ভ্রমন করে আধুনিক শিক্ষা ও সামাজিক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অত:পর স্যার সৈয়দের মৃত্যুবরণের পর তিনি আলিগড় ত্যাগ করেন। [১৮৯৮খ্রি]

এরপর তিনি হায়দ্রাবাদে এসে 'শিক্ষা বিভাগে' উপদেষ্টার পদে আসীন হন। এরপর এখানে তিনি শিক্ষা পদ্ধতিতে অনেক সংস্কার করেন। তাঁর জন্যই হায়দ্রাবাদের 'ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে' উর্দু ভাষাকে উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহন করা হয়।

১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করে লখনউ যান এবং 'নাদওয়াতুল উলামা'-এর প্রিন্সিপাল পদ গ্রহন করেন। তিনি এখানে শিক্ষার পাঠ্যক্রমে অনেক উন্নতি সাধন করেন। এখানে তিনি 'দারুল মুসান্নিফিন' প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন, কিন্তু গোঁড়াবাদীদের দ্বারা ঈর্ষান্বিত হয়ে ব্যর্থ হন, এবং পাঁচ বছর সেখানে থাকার পর স্বীয় মাতৃভূমি আজমগড়ে বসতি স্থাপন করেন। [১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দ]

অবশেষে তিনি স্বীয় ভূসম্পত্তি ও ফলের বাগানকে 'দারুল মুসান্নিফিন' তৈরির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। অত:পর তাঁর ছাত্র সৈয়দ সুলাইমান নাদভী তাঁর ইচ্ছা পূরণের উদ্দেশ্যে আজমগড়ে 'দারুল মুসান্নিফিন' (House of Writers) প্রতিষ্ঠা করেন।

ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাধারা : স্যার সৈয়দ ও আল্লামা শিবলী নোমানী উভয়ে চেয়েছিলেন মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তা-ভাবনার অনুপ্রবেশ ঘটাতে।
বিশেষত আল্লামা শিবলী নোমানী চেয়েছিলেন মুসলমানরা নিজেরাই তাদের হারানো গৌরব ও ঐতিহ্যকে বোঝার চেষ্টা করে আত্মবিশ্বাস ফিরে আনুক।

আল্লামা শিবলী নোমানী ইসলামী একাত্মবাদের (Pan-Islamism) একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন। এছাড়া 'বলকান' যুদ্ধে তুর্কিরা পরাজিত হওয়ার পর তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে কবিতা ও প্রবন্ধের মাধ্যমে নিন্দা করেছেন। সেই সাথে মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে অনুরোধ করেছেন।
সর্বোপরি তিনি পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি দ্বারা মুসলমানদের অনুপ্রাণিত না করে বরং পাশ্চাত্যের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত করেছেন।
আর এই উদ্দেশ্যগুলিকে সামনে রেখে তিনি অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য যে সকল ব্যক্তিগণ তাঁর থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছেন তাঁরা হলেন — মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ মনীষীগণ।

একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ ও জগৎ বরেণ্য মনীষী আল্লামা শিবলী নোমানী ১৮ ই নভেম্বর ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে ৫৭ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

• রচনাবলি: আল্লামা শিবলী নোমানী অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কতিপয় রচনাবলি নিম্নরূপ :—

(i) সীরাত-উন-নাবী। [এই গ্রন্থটি তিনি প্রথম দুই খন্ড লেখার পর মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তাঁর শিষ্য ছৈয়দ সুলাইমান নাদভী এই গ্রন্থটির বাকী পাঁচ খন্ড লিখে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।]

(ii) সীরাত-আল-নু'মান।

(iii) আল-ফারুক।

(iv) আল-মামুন।

(v) আল-গাযালী।

(vi) ইমাম ইবনে তাইমিয়া।

(vii) মাওলানা রুমী।

(viii) সফরনামা-ই রুম-ও-মিশর-ও-শাম।

(ix) আওরঙ্গজেব আলমগীর পার এক নাযার।

(x) মাকলাত-ই-শিবলী।

(xi) আল-নাদওয়া।

(xii) ইলমুল কালাম।